মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

এপ্রিল-জুন, ২০১৮

গবেষণা বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য/পরামর্শ থাকলে ই-মেইল (masud.rahman@bb.org.bd; golam.moula@bb.org.bd) এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

প্রতিবেদন প্রস্তুত কমিটি

প্রধান সমন্বয়কারী

ডঃ মোঃ আখতারুজ্জামান

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

সমন্বয়কারী

মাহফুজা আকতার

মহাব্যবস্থাপক

সদস্য

মুহঃ গোলাম মওলা

উপ-মহাব্যবস্থাপক

মোঃ মাসুদুর রহমান

সহকারী পরিচালক

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(এপ্রিল-জুন, ২০১৮)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারার প্রেক্ষাপটে ২০১৮ অর্থবছরের প্রথমার্ধে ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে দ্বিতীয়ার্ধের জন্য মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৫.৮ শতাংশ এবং এর মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৬.৮ শতাংশ যার বিপরীতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৪.৭১ শতাংশ ও ১৬.৯৫ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য অনুমিত উর্ধ্বসীমা ৫.৫ শতাংশ এর বিপরীতে জুন '১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৭৮ শতাংশ। খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও খাদ্য-মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী প্রবণতার সূত্রে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় মূল্যস্ফীতিতে কিছুটা নিম্নমুখী প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহে বৃদ্ধি সত্ত্বেও মূলতঃ রপ্তানি আয় হ্রাস ও আমদানি ব্যয় বেশি হওয়ায় বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য এর চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত ক্রমে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৮ শেষে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৬৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা টাকার ওপর অতিমূল্যায়ন চাপ উপশম করে রপ্তানীকারকদের প্রতিযোগিতার সামর্থ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক অবদান রাখবে।

২। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা যোগান (M2) ঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১০৫৪১.১৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৫.৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১০৯৯.৭৮ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান হ্রাস পেয়েছিল ০.১৮ শতাংশ ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে এর প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৫.৩১ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা যোগান এর উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে মেয়াদি আমানত ও তলবি আমানত যথাক্রমে ৩.১৭ শতাংশ ও ১৭.৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (Currency outside banks) পরিমাণ ৯.৯৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ০.৭৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৮ (জুলাই, ২০১৭ থেকে জুন, ২০১৮) শেষে মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৯.২৪ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১০.৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

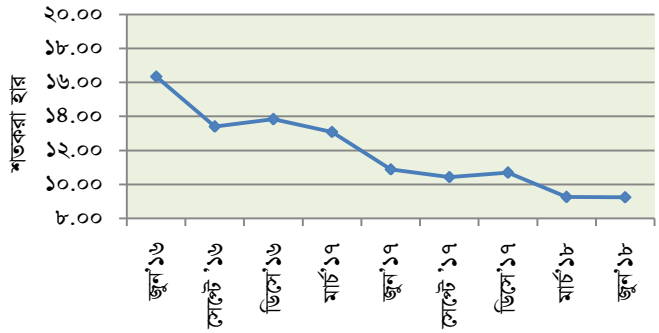

চিত্র-২ঃ বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

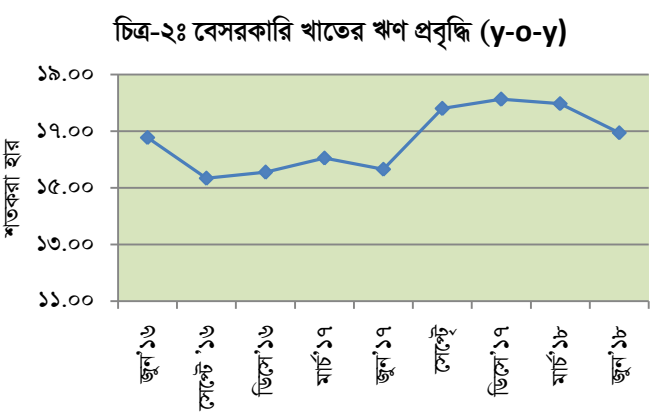

অভ্যন্তরীণ ঋণঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৯৬৪২.০৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৫.৯৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০২১৭.০৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১.২৩ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৮ (জুলাই, ২০১৭ থেকে জুন, ২০১৮) শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৪.৭১ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১১.১৬ শতাংশ।

অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] এর স্থিতি ২৭.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১৪.৫৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৮ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ২.৫২ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ১৪.৭৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ৫.৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ৪.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ২.৮৮ শতাংশ এবং ৫.০৭ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৮ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৬.৯৫ শতাংশ যা জুন ২০১৭ শেষে ছিল ১৫.৬৬ শতাংশ (চিত্র-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের ঋণের অংশ জুন ২০১৭ শেষের ৮৭.১৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৮ শেষে দাঁড়ায় ৮৮.৮৩ শতাংশ।

নীট বৈদেশিক সম্পদ ঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) এর পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ০.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৪৪.০৭ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ০.৩৬ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ৪.৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৮ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ ০.৮৬ শতাংশ হ্রাস পায় যা জুন ২০১৭ শেষে ১৪.৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রিজার্ভ মুদ্রা ঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২১২২.৫০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১০.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৩৩৭.৪০ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ২.১৮ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ১৬.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় যথাক্রমে ৫২.০৩ শতাংশ হ্রাস ও ০.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ১২৪.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৮.৯৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৮ (জুলাই, ২০১৭ থেকে জুন, ২০১৮) শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ৭৩.৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ২.৯৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৮ (জুলাই, ২০১৭ থেকে জুন, ২০১৮) শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪.০৪ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৬.২৮ শতাংশ (চিত্র-৩)।

চিত্র-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

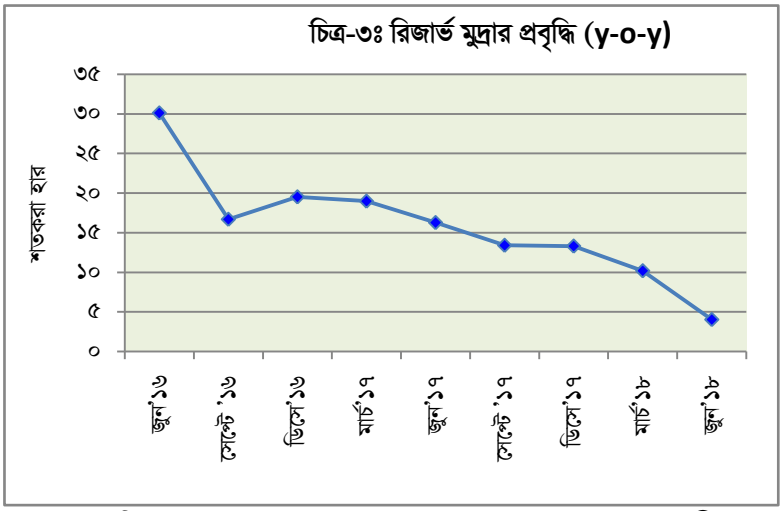

[১] accrued interest সহ

মূল্যস্ফীতি

খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও খাদ্য-মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী প্রবণতার সূত্রে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় মূল্যস্ফীতিতে কিছুটা নিম্নমুখী প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বারো মাসের গড়ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি মার্চ'১৮ শেষের ৫.৮২ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে জুন'১৮ শেষে ৫.৭৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (চিত্র-৪)। গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি মার্চ'১৮ শেষের ৭.৩১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন'১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৭.১৩ শতাংশ। অপরদিকে, গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি মার্চ'১৮ শেষের ৩.৫৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন'১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৩.৭৪ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্টভিত্তিক সাধারণ মূল্যস্ফীতি মার্চ'১৮ শেষের ৫.৬৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন'১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৫৪ শতাংশ।

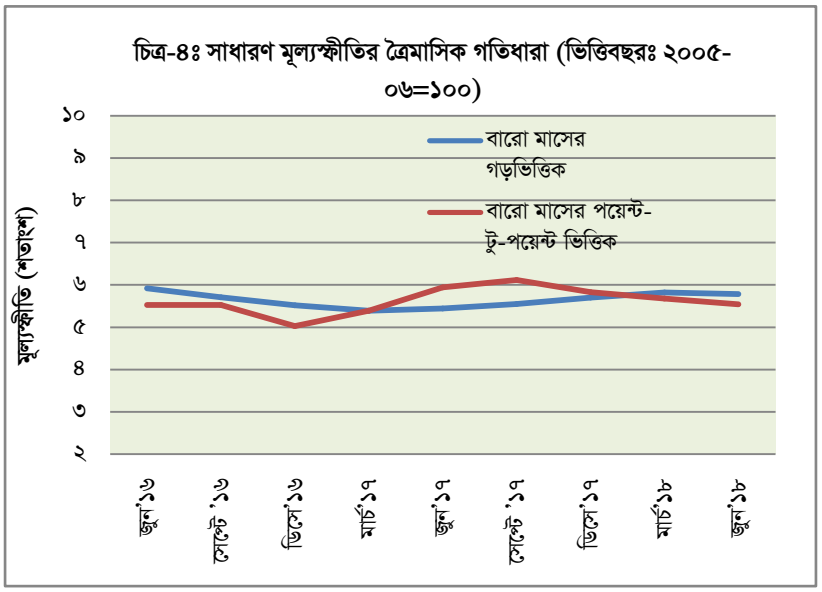

তারল্য পরিস্থিতি ঃ জুন, ২০১৮ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫২৩.২৭ বিলিয়ন টাকা (চিত্র-৫)। এর মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ১৫৯৬.০৫ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৬৩.২৫ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৭৮৭.৩৯ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৩১.২০ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১৩৯.৮৩ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৫.৫৪ শতাংশ) (চিত্র-৬)। উল্লেখ্য, মার্চ ২০১৮ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৩৯৪.৯৫ বিলিয়ন টাকা।

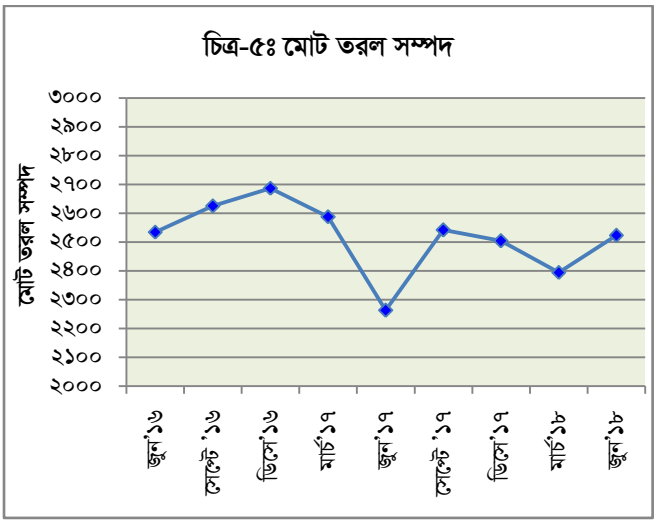

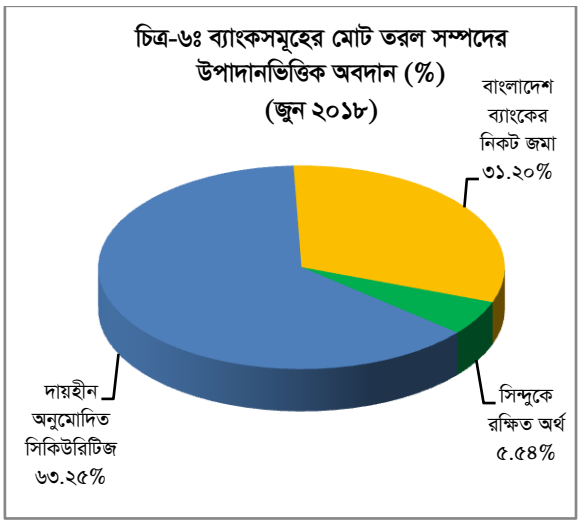

৩। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার যথাক্রমে শতকরা ৭.২৫ ও ৫.২৫ ভাগ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৬.৭৫ ভাগ ও শতকরা ৪.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছিল। সম্প্রতি ১৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ হতে রেপো সুদ হার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৬.৭৫ ভাগ থেকে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৬.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রিভার্স রেপো সুদ হার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে।

কল মানি ঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ০.২৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.০০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৩৫৪৮.৮৩ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৪৪৮৪.৭২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৯৩৫.৮৯ বিলিয়ন টাকা বা ২০.৮৭ শতাংশ কম।

রেপো ঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ০১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০৩ দিন মেয়াদি ৭৪.৮০ কোটি টাকার ০১ টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং তা গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের সুদের হার ছিল ৬.৭৫ শতাংশ। সার্বিকভাবে বাজারে তারল্য পরিস্থিতি সন্তোষজনক থাকায় পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

রিভার্স রেপো ঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও রিভার্স রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিল ঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৩টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামের মধ্যে ৯১ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৭টি, ৯১ ও ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৩টি, ৯১ ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ২টি এবং ৯১, ১৮২ ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ২১৩.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫৪০.৯৮ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৮৯৯টি দরপত্র পাওয়া যায় যার বিপরীতে ১৬৩.১৭ বিলিয়ন টাকার ২৬৫টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ দাখিলকৃত দরপত্রের ৩০.১৬ শতাংশ এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৭৬.৬১ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৪৯.৮৩ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮) মোট ৫৪.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দাখিলকৃত ২৪৩.৫২ বিলিয়ন টাকার দরপত্র হতে ৫৪.০০ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল যা ছিল উক্ত সময়ে দাখিলকৃত দরপত্রের ২২.১৮ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ১০০.০০ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর কোন ডিভল্ব করা হয়নি । উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের শতকরা হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সকল মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বিলের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ০.৭৩ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৮৩ শতাংশ যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ছিল সর্বনিম্ন ৩.১০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.২৫ শতাংশ। এপ্রিল-জুন, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে এ হারের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ২.৮৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৪১ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ২১৩.০০ বিলিয়ন টাকার ট্রেজারি বিল গৃহীত এবং ৮৩.০০ বিলিয়ন টাকার বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের মেয়াদ পূর্তির ফলে ত্রৈমাসিক শেষে (৩০ জুন, ২০১৮) ট্রেজারি বিলের নীট স্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের স্থিতি

১৩৯.০০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৩০.০০ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৬৯.০০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের স্থিতি ২৫১.৫০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৭.৫০ বিলিয়ন টাকা বেশি।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড ঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ২-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০৩টি, ৫-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি, ১০-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০৩টি এবং ১৫-বছর ও ২০-বছর (একত্রে) মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০৩টি সহ মোট ১১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ৯৩.০০ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৭৮.০৬ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৭৩৬টি দরপত্রের মধ্যে ৮২.৩২ বিলিয়ন টাকার ২৫৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। এ সময়ে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ ছিল দাখিলকৃত দরপত্রের ২৯.৬১ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৮৮.৫২ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ১০.৬৮ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। ডিভল্বমেন্টের হার লক্ষ্যমাত্রার ১১.৪৮ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮) মোট ৩৪.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯০.৩৩ বিলিয়ন টাকার দাখিলকৃত দরপত্রের মধ্যে ৩২.০৩ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ১.৯৭ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৩.৪১৮০ শতাংশ থেকে ৮.৮১৭৮ শতাংশ এবং ৫.১৪০০ শতাংশ থেকে ১০.৭২০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৫৪.২৩ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮) শেষের স্থিতির তুলনায় ৩৯.৫০ বিলিয়ন টাকা (৩.০০ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬৩.০০ বিলিয়ন টাকা (৪.৮৮ শতাংশ) বেশি।

০৭-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ০৭-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৬০টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ২৩৩৬.৬৮ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৬৪৫টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ১৫০১.৯৫ বিলিয়ন টাকার ৪০৯টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা ছিল ০.১৪ শতাংশ থেকে ২.৯৮ শতাংশ। জুন, ২০১৮ শেষে ০৭ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ৮০.৫০ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮) ১৭৫৬.৫২ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৬০৫টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ১৭৫৬.২৬ বিলিয়ন টাকার ৬০৪টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

১৪-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ১৪-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৪১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ৫৪১.৮২ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যে ১৭৯টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ২৫৩.০০ বিলিয়ন টাকার ৮৯টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের হারের পরিসীমা ছিল ০.১০ শতাংশ থেকে ২.৯৮ শতাংশ। জুন, ২০১৮ শেষে ১৪ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ৭.৪৫ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮) ২৮১.২৬ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৮০টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ২৮০.২৬ বিলিয়ন টাকার ৭৯টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

৩০-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮) ৪১.১০ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৭২টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়।

আমানত ও আগামের সুদ হারঃ জুন ২০১৮ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৫০ শতাংশ। মার্চ ২০১৮ এবং জুন ২০১৭ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৫.৩০ শতাংশ ও ৪.৮৪ শতাংশ (চিত্র-৭)। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৯৫ শতাংশ। মার্চ ২০১৮ এবং জুন ২০১৭ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৯.৭০ শতাংশ ও ৯.৫৬ শতাংশ (চিত্র-৭)। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (Spread) ৪.৪৫ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকে।

চিত্র ৭-ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

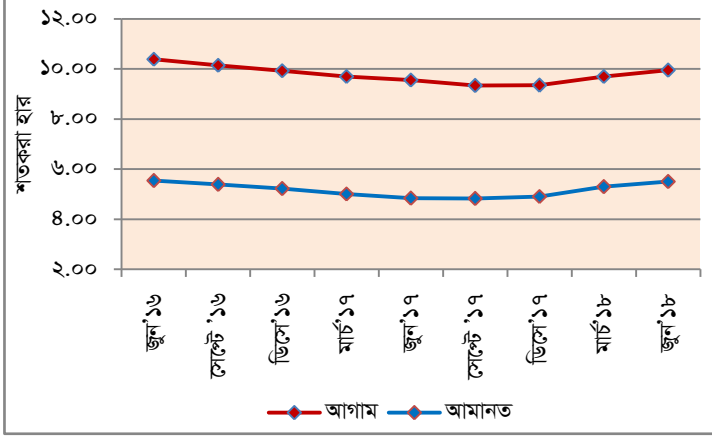

৪। বিনিময় হার পরিস্থিতি ঃ

(ক) নমিনাল বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)ঃ জুন ২০১৮ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান মার্চ ২০১৮ শেষের ৮২.৯৬ টাকা থেকে শতকরা ০.৮৮ ভাগ অবচিতি হয়ে ৮৩.৭০ টাকায় দাঁড়ায় (চিত্র-৮)। জুন ২০১৮ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৩.৭০ ভাগ অবচিতি হয়। জুন ২০১৭ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮০.৬০ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের এপ্রিল-জুন, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৫৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে। কিন্তু, এ সময়ে কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৬৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল। কিন্তু, কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। উল্লেখ্য, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ২৩১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে এবং এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি।

চিত্র ৮-ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

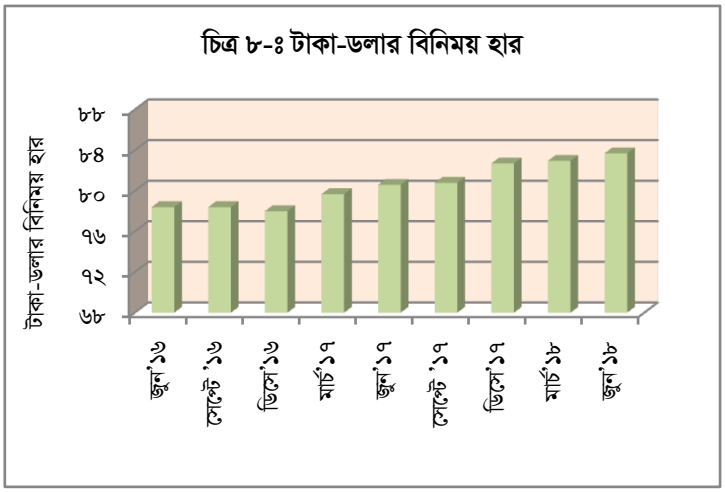

(খ) **প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার** (Real Effective Exchange Rate) ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী এপ্রিল-জুন, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক মার্চ শেষের ৯৮.৯৮ থেকে ১.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০০.৬৫ এ দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ১.৬৯ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ৪.৩৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

৫। বৈদেশিক খাত ঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.২৪ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪.৮১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২৭.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৮.৩১ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৯.৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এপ্রিল-জুন, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০৫৬[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২৪৩৩[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এপ্রিল-জুন, ২০১৮ শেষে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৯৪[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ হিসাবে ৪১[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। আলোচ্য সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৪৮[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৬৪৪[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ঃ জুন, ২০১৮ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২৯১৬.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৯) যা প্রায় ৬.৫৪ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, জুন ২০১৭ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩৩৪৯৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৮.২০ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২৬ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২৫৪১.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চিত্র-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

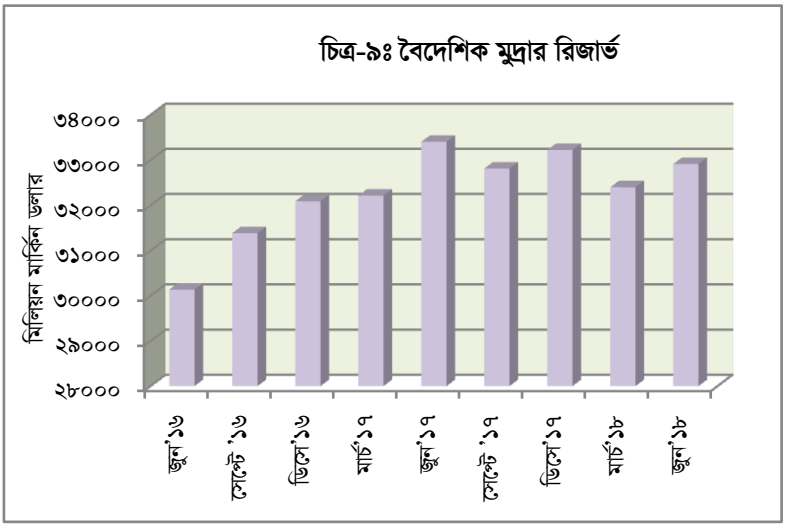

স= সংশোধিত।

সা=সাময়িক।

অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

এপ্রিল-জুন, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ এবং অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- বর্তমানে বাংলাদেশের সব তফসিলি ব্যাংক (শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকসহ)-কে তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের ৫.৫ (পাঁচ দশমিক পাঁচ) শতাংশ দ্বিসাপ্তাহিক গড় ভিত্তিতে এবং ন্যূনতম ৫.০ (পাঁচ) শতাংশ দৈনিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ জমা হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৬.৭৫ ভাগ থেকে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৬.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রিভার্স রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগে অপরিবর্তিত রাখা হয়ছে।
- বিজিএমইএ এবং বিটিএমএ'র সদস্য মিলের ইনপুট ক্রয়ের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থ প্রদানের জন্য এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইডিএফ) কর্তৃক অনুমোদিত ঋণ সীমা ২০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে।
- সরকার দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত Active Pharmaceuticals Ingredients (API) রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ সুবিধা ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর হতে জাহাজীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত API রপ্তানির বিপরীতে নীট এফওবি মূল্যের ওপর ২০% হারে উৎপাদনকারী-রপ্তানিকারকের ভর্তুকি প্রাপ্য হবে। বিশেষায়িত অঞ্চল (ইপিজেড, ইজেড) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠান হতে রপ্তানির ক্ষেত্রে আলোচ্য সুবিধা প্রযোজ্য হবে না। API রপ্তানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২০% স্থানীয় মূল্য সংযোজনের শর্ত প্রযোজ্য হবে।
- ই-কমার্স ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিদেশী ক্রেতাদের নিকট রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহ রপ্তানিকারকদের ই-কমার্স ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত পণ্যের বিক্রয় আদেশের সাপেক্ষ্যে রপ্তানি আয় প্রত্যাবর্তন সেবা প্রদান করতে পারবে। এই সুবিধা শুধুমাত্র অনধিক ৫০০০ মার্কিন ডলার মূল্যের রপ্তানি লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

উপসংহার

সর্বোপরি, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মুদ্রানীতির গৃহীত ব্যবস্থাদির কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (এম২, অভ্যন্তরীণ ঋণ, রির্জাভ মানি ইত্যাদি) মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। অপরদিকে, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের মাত্রা প্রতিবেশী ও তুলনীয় দেশগুলোর চেয়ে বেশি থাকায় তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক খাতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ; যেমন ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা কঠোরকরণ, অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন জোরদারকরণ এবং কর্পোরেট সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা এপ্রিল-জুন, ২০১৮

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	জুন ২০১৮	মার্চ ২০১৮	ডিসেম্বর ২০১৭	জুন ২০১৭	মার্চ ২০১৭	জুন ২০১৬	পরিবর্তন সমূহ				
							মার্চ'১৮ এর তুলনায় জুন'১৮	ডিসেম্বর'১৭ এর তুলনায় মার্চ'১৮	মার্চ'১৭ এর তুলনায় জুন' ১৭	জুন' ১৭ এর তুলনায় জুন' ১৮	জুন' ১৬ এর তুলনায় জুন'১৭
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৬৪৪.০৭	২৬৩০.৭১	২৬৪০.২৪	২৬৬৬.৯৭	২৫৪১.৪৬	২৩৩১.৩৬	১৩.৩৬	-৯.৫৩	১২৫.৫১	-২২.৯০	৩৩৫.৬১
							(০.৫১)	-(০.৩৬)	(৪.৯৪)	-(০.৮৬)	(১৪.৪০)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	৮৪৫৫.৭১	৭৯১০.৪২	৭৯১৯.৮৫	৭৪৯৩.৭৯	৭১০৬.৭৭	৬৮৩২.৪২	৫৪৫.২৯	-৯.৪৩	৩৮৭.০২	৯৬১.৯২	৬৬১.৩৭
							(৬.৮৯)	-(০.১২)	(৫.৪৫)	(১২.৮৪)	(৯.৬৮)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১০২১৭.০৭**	**৯৬৪২.০৬**	**৯৫২৫.৩৫**	**৮৯০৬.৭০**	**৮৪৫২.৪১**	৮০১২.৮০	৫৭৫.০১	১১৬.৭১	৪৫৪.২৯	১৩১০.৩৭	৮৯৩.৯০
							(৫.৯৬)	(১.২৩)	(৫.৩৭)	(১৪.৭১)	(১১.১৬)
i) সরকারি খাত (নীট)	৯৪৮.৭৮	৭৪৫.৭৬	৮৭২.৬৬	৯৭৩.৩৩	৯০৩.১২	১১৪২.২০	২০৩.০২	-১২৬.৯০	৭০.২১	-২৪.৫৫	-১৬৮.৮৭
							(২৭.২২)	-(১৪.৫৪)	(৭.৭৭)	-(২.৫২)	-(১৪.৭৮)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	১৯২.০৭	১৮১.৯৮	১৮২.৪৭	১৭২.৮০	১৬২.৮৮	১৬০.৫১	১০.০৯	-০.৪৯	৯.৯২	১৯.২৭	১২.২৯
							(৫.৫৫)	-(০.২৭)	(৬.০৯)	(১১.১৫)	(৭.৬৬)
iii) বেসরকারি খাত	৯০৭৬.২২	৮৭১৪.৩২	৮৪৭০.২২	৭৭৬০.৫৭	৭৩৮৬.৪১	৬৭১০.০৯	৩৬১.৯০	২৪৪.১০	৩৭৪.১৬	১৩১৫.৬৫	১০৫০.৪৮
							(৪.১৫)	(২.৮৮)	(৫.০৭)	(১৬.৯৫)	(১৫.৬৬)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১৭৬১.৩৬	-১৭৩১.৬৪	-১৬০৫.৫০	-১৪১২.৯১	-১৩৪৫.৬৪	-১১৮০.৩৮	-২৯.৭২	-১২৬.১৪	-৬৭.২৭	-৩৪৮.৪৫	-২৩২.৫৩
							(১.৭২)	(৭.৮৬)	(৫.০০)	(২৪.৬৬)	(১৯.৭০)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**১১০৯৯.৭৮**	**১০৫৪১.১৩**	**১০৫৬০.০৯**	**১০১৬০.৭৬**	**৯৬৪৮.২৩**	**৯১৬৩.৭৮**	৫৫৮.৬৫	-১৮.৯৬	৫১২.৫৩	৯৩৯.০২	৯৯৬.৯৮
							(৫.৩০)	-(০.১৮)	(৫.৩১)	(৯.২৪)	(১০.৮৮)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	২৫৪৮.৯১	২২৫২.৭২	২৩৩৭.৭৫	২৪০০.৭৯	২০২৬.০৯	২১২৪.৩১	২৯৬.১৯	-৮৫.০৩	৩৭৪.৭০	১৪৮.১২	২৭৬.৪৮
							(১৩.১৫)	-(৩.৬৪)	(১৮.৪৯)	(৬.১৭)	(১৩.০২)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	১৪০৯.১৮	১২৮১.৩৩	১২৯১.৩১	১৩৭৫.৩২	১১৪১.১০	১২২০.৭৫	১২৭.৮৫	-৯.৯৮	২৩৪.২২	৩৩.৮৬	১৫৪.৫৭
							(৯.৯৮)	-(০.৭৭)	(২০.৫৩)	(২.৪৬)	(১২.৬৬)
ii) তলবি আমানত	১১৩৯.৭৩	৯৭১.৩৯	১০৪৬.৪৩	১০২৫.৪৭	৮৮৪.৯৯	৯০৩.৫৬	১৬৮.৩৪	-৭৫.০৪	১৪০.৪৮	১১৪.২৭	১২১.৯০
							(১৭.৩৩)	-(৭.১৭)	(১৫.৮৭)	(১১.১৪)	(১৩.৪৯)
খ) মেয়াদি আমানত	৮৫৫০.৮৭	৮২৮৮.৪১	৮২২২.৩৫	৭৭৫৯.৯৮	৭৬২২.১৪	৭০৩৯.৪৭	২৬২.৪৬	৬৬.০৬	১৩৭.৮৪	৭৯০.৯০	৭২০.৫০
							(৩.১৭)	(০.৮০)	(১.৮১)	(১০.১৯)	(১০.২৪)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	২৩৩৭.৪০	২১২২.৫০	২১৬৯.৮৪	২২৪৬.৫৯	১৯২৬.১৩	১৯৩২.০১	২১৪.৯০	-৪৭.৩৪	৩২০.৪৬	৯০.৮০	৩১৪.৫৮
							(১০.১২)	-(২.১৮)	(১৬.৬৪)	(৪.০৪)	(১৬.২৮)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৫৩২.৪২	২৫২৯.০৬	২৫৩৪.৯৮	২৫২০.২৭	২৪২৩.৬৯	২১৮৯.০৪	৩.৩৬	-৫.৯২	৯৬.৫৮	১২.১৫	৩৩১.২৩
							(০.১৩)	-(০.২৩)	(৩.৯৮)	(০.৪৮)	(১৫.১৩)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-১৯৫.০৩	-৪০৬.৫৬	-৩৬৫.১৪	-২৭৩.৬৮	-৪৯৭.৫৬	-২৫৭.০৩	২১১.৫৪	-৪১.৪২	২২৩.৮৮	৭৮.৬৫	-১৬.৬৫
							-(৫২.০৩)	(১১.৩৪)	-(৪৫.০০)	-(২৮.৭৪)	(৬.৪৮)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত সরকারি খাতে নীট ঋণ	২২৫.৭০	১০০.৬৮	৯২.৩৯	১২৯.৭৮	-২.১৯	১৩৩.৭৪	১২৫.০২	৮.২৯	১৩১.৯৭	৯৫.৯৩	-৩.৯৬
							(১২৪.১৮)	(৮.৯৭)	-(৬০২৫.৮৯)	(৭৩.৯২)	-(২.৯৬)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩২৯১৬.৫০	৩২৪০১.৮০	৩৩২২৬.৯০	৩৩৪৯৩.০০	৩২২১৫.২০	৩০১৬৮.২০					
৭। মোট তরল সম্পদ(বিলিয়ন টাকায়)	২৫২৩.২৭	২৩৯৪.৯৫	২৫০৪.৬১	২২৬৩.৫২	২৫৮৮.০৫	২৫৩৪.৮০					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে)	৮৩.৭০	৮২.৯৬	৮২.৭০	৮০.৬০	৭৯.৬৮	৭৮.৪০					
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)	১০০.৬৫*	৯৮.৯৮	১০০.৬৮	১০২.৪৩	১০৭.১৩	১০০.০০					
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক) (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)	৫.৭৮	৫.৮২	৫.৭০	৫.৪৪	৫.৩৯	৫.৯২					

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।